আজ প্রোডাকসনের নিবেদন

অসবর্ণা

কাহিনী ও সংলাপ: নরেন্দ্র নাথ মিত্র

পরিচালনা: পিনাকী মুখার্জী

সঙ্গীত: রাজেন সরকার

আজ প্রোডাকসনের প্রণয়-মধুর চলচ্চিত্রায়ণ

অসবর্ণা

কাহিনী ও সংলাপ : **নরেন্দ্রনাথ মিত্র**
সঙ্গীত : **রাজেন সরকার**
চিত্রশিল্পী : **সুহৃদ ঘোষ**
সম্পাদনা : **সুবোধ রায়**
রূপসজ্জা : **শৈলেন গাঙ্গুলী, নৃপেন চ্যাটার্জী**
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : **বিজন রায়**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **পিনাকী মুখার্জী**
গীতিকার : **বিমল চন্দ্র ঘোষ**
শিল্প নির্দেশ : **বটু সেন**
শব্দযন্ত্রী : **শিশির চ্যাটার্জী**
ব্যবস্থাপনা : **জীতেন গল**
স্থিরচিত্র গ্রহণ : **পরিমল চৌধুরী**

প্রচার : **অনিল চ্যাটার্জী**

* সহকারীবৃন্দ *

পরিচালনা : অনিল চ্যাটার্জী, মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিবেক বক্সী
সঙ্গীত : হিমাংশু বিশ্বাস, বিজন পাল
শিল্প নির্দেশ : সূর্য চ্যাটার্জী
শব্দযন্ত্রী : জগৎ দাস
ব্যবস্থাপনা : গৌর, পরিমল, সুরেন. নিতাই, রাম, জগন্নাথ
বুমম্যান : সুধীর

চিত্রশিল্পী : শান্তিময় গুহ
সম্পাদনা : অনিল সরকার, গৌর দে
রূপসজ্জা : শ্রীনিবাস
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : শান্তি, আমেদ, মনোরঞ্জন, তারাপদ
দৃশ্যাঙ্কন : কবি দাস গুপ্ত

সরবরাহ : পাণ্ডে ও কল্যাণ

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার *

বীরেন অধিকারী, হুমায়ন প্রপার্টিজ লিঃ, কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ, জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, মেসার্স সুরফ্রীজ, ৺গোপাল চক্রবর্ত্তী, অজিত চ্যাটার্জী

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃএ 'আর, সি, এ' শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ফিল্ম সার্ভিসেস ও ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

রূপায়ণে

সুপ্রভা, রেণুকা, রেবা, অনুশীলা, ইরা, বুলবুল, মাধুরী, ছবুছবু, উষা, ছবি, বিকাশ, অনিল, অজিত বন্দ্যো, জহর রায়, অজিত চট্টো, প্রেমাংশু. বাবুয়া, পঞ্চানন, ধীরাজ, মণি শ্রীমাণি, বলীন, জয়নারায়ণ, অশ্রু, দিলীপ, বিশ্বনাথ, প্রসাদ, জীতেন, ঋষি, বিজয়, সমীর।

সুমিত্রা দেবী ও নবাগত প্রকাশ রায়

একমাত্র পরিবেশক : আজ পিকচার্স লিমিটেড
৫৬নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অসবর্ণা

(কাহিনী-সংকেত)

পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু কালীমোহন চক্রবর্ত্তী ভাড়াটে বাসা খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্য্যন্ত এসে আশ্রয় পেলেন প্রশান্ত ভট্চাযের আউটহাউসের দুখানা ঘরে।

অতীতের হেডমাষ্টার কালীমোহন সংপ্রতি কলকাতার একটা ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরের ক্যাশিয়ার। কখনো কখনো সেলস্‌ম্যানের কাজও করতে হয়। কোনমতে দিনযাত্রা চলে এমন লোককে বাড়ী ভাড়া দিতে প্রশান্তের সংকোচ না ছিল তা নয়—কিন্তু একজন আত্মীয়ের সুপারিশেই বাধ্য হয়ে রাজী হতে হ'ল তাঁকে।

মনে মনে খুশি হলেন না প্রশান্ত স্পষ্টই বলে দিলেন, ভাড়া যেন বাকী না পড়ে—মাসের প্রথমেই যেন সেটা তুলে দেওয়া হয় সরকারের হাতে।

ছিমছিমে নিটোল আভিজাত্যের পাশে একবিন্দু কালির মতো এসে বাসা বাঁধল উদ্বাস্তু পরিবারটি।

রুগ্না স্ত্রী, তিনটি মেয়ে এবং সতেরো-আঠেরো বছরের একটি ছেলে—এদের নিয়েই কালীমোহনের সংসার। ছেলেটির নাম হাবুল। ম্যাট্রিক ফেল করে পড়া ছেড়েছে, খায়-দায়, ঘুমোয়—একটা দর্জির দোকানে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। সংসারের কুটোটি ভেঙে সে দুখানা করেনা—তার যত হিংসে বড়দি অঞ্জলির ওপর।

এই মেয়েটিই এখন কালীমোহনের আশা ভরসা। অঞ্জলি বি-এস্ সি পড়ে। শুধু পড়াশুনাই করে তা নয়—কাপড় কাচা, রান্না বান্না থেকে সব কিছু একা হাতে করতে হয় তাকে। মার হার্ট দুর্ব্বল. তাঁকে কোন কাজই করতে দেয় না অঞ্জলি।

বড় বাড়ীর দোতালার বারান্দা থেকে এই দরিদ্র পরিবারটির জীবনযাত্রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন প্রশান্তের স্ত্রী, তাঁর পিসিমা, আর দেখে প্রশান্তের ছোট ভাই প্রবীর।

প্রবীর এম-এস্ সি পাশ করা ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র। রিসার্চ করছে আপাতত। দিনের পর দিন দেখে কল্যাণী মূর্তিতে সংসারের সেবা করে চলেছে অঞ্জলি, তার পরেই বই খাতা নিয়ে ছুটেছে কলেজের দিকে।

বড় ভালো লাগে প্রবীরের। অঞ্জলিও কি লক্ষ্য করে ওকে? কে জানে।

তারপর একদিন প্রবীরের মোটরের তলায় প্রায় চাপা পড়তে পড়তে অঞ্জলি এগিয়ে আসে প্রবীরের কাছে।

বি-এস্ সির ছাত্রী এম-এস্ সি রিসার্চ স্কলারের লাইব্রেরিতে পায় মধুচক্রের সন্ধান। পড়াশুনোর মধ্য দিয়ে কখন দুজনের হৃদয়ে পড়ে চিরন্তন গ্রন্থি। গঙ্গার ধারে, মেমোরিয়ালের ছায়ায়—গড়ের মাঠে দুজনেরই দুজনকে চেনা হয়ে যায়।—

শেষ পর্য্যন্ত প্রবীর একদিন অঞ্জলির হাতে পরিয়ে দেয় একটা হীরের আংটি। তার মায়ের স্মৃতি চিহ্ন—শেষ দান।

অঞ্জলি চমকে ওঠে: এ কী করলে তুমি? প্রবীর বলে, তোমাকে আমার করে নিলাম।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? তোমরা বড়লোক—আমরা গরীব। হলেই বা আমরা একজাত, ধনী-দরিদ্রের যে জাতিভেদ সেখানে আমি যে অসবর্ণা।

প্রবীর বলে, সেই জাতিভেদকে ভাঙবার সংকল্পই তো নিয়েছি অঞ্জলি। কিন্তু এর মধ্যে সৃষ্টি হয় এক আকস্মিক বিপর্যয়, দেখা দেয় জটিলতা।

বেকার হাবুলের ব্যবহারে একদিন মর্মান্তিক আঘাত পান অঞ্জলির মা। সেই আঘাতে সেই যে লুটিয়ে পড়েন তিনি—তার ফল হয় শরীরের একদিকে পক্ষাঘাত।

স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে দরিদ্র কালীমোহন চোখে অন্ধকার দেখেন। বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে। প্রশান্তের সরকার এসে প্রবীর আর অঞ্জলির সম্পর্ক নিয়ে অভদ্র ইঙ্গিত করে যায়। বিভ্রান্ত কালীমোহনের মাথা আর ঠিক থাকে না। তাঁর সেই মানসিক চঞ্চলতার সুযোগে দোকানের ক্যাশ ভাঙে তাঁরই এক সহকর্ম্মী।

পুলিশে গ্রেপ্তার করে কালীমোহনকে। লজ্জায় মরে যান প্রশান্ত। ছিঃ ছিঃ চোরকে এনে বাড়ী ভাড়া দিয়েছেন! কিন্তু প্রবীর জানে, কালীমোহন চুরী করতে পারেন না। সে চেষ্টা করে তাঁকে বাঁচাতে। কিছুই হয় না—বিচারে তিন মাস জেল হয় কালীমোহনের। অসম্মানে, লজ্জায়—দরিদ্র সংসারটি যেন লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তার চাইতেও বড় কথা: দিন চলবে কি করে?

পড়া ছেড়ে দিয়ে টুইশন করে, কোনমতে দুমুটো অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে অঞ্জলি। প্রবীর তাকে অর্থ সাহায্য করতে চায়—অঞ্জলি নেয় না। রিসার্চ ছেড়ে প্রবীর তখন নিজের অফিসে অঞ্জলিকে চাকরী দিতে চায়—তাও প্রত্যাখ্যান করে অঞ্জলি। হেসে বলে, রাণীগিরি করে যেখানে হাত পাকিয়েছি, সেখানে কেরাণী হওয়া পোষাবে না।

অঞ্জলির এই আত্মসম্মান যেন আঘাতই দেয় প্রবীরকে। ইতিমধ্যে হাবুলেরও যেন টনক নড়েছে সে রোজগার করবে। মানুষ হবে সে। চাকরী চাই।

কিন্তু কোথায় চাকরী? ম্যাট্রিক ফেলকে কে চাকরী দেবে? আড্ডাবাজ হাবুল হয় ফেরিওয়ালা। শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাসার একখানা ঘরে বসে দর্জ্জির কল।

রেগে আগুন হয়ে যান প্রশান্ত। এতো আর ভদ্রলোকের বাড়ী রইলো না। বস্তি হয়ে উঠল যে। সরকারকে পাঠান সমস্ত জিনিষের একটা মিমাংসা করতে।

ফলে মারামারি। প্রশান্ত ফোন করে পুলিশে। পুলিশ এসে হাবুল আর তার বন্ধুদের ধরে নিয়ে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে পাগল হয়ে গেছেন কালীমোহন—তিনি চিৎকার করতে থাকেন: ও দারোগাবাবু—ওকে নয়—ওকে নয়। আমায় ধরে নিয়ে যান—আমার জেলখাটা অভ্যাস আছে।

ঝড়ের পরে ঝড়। সেই ঝড়ের মধ্যে দুদিকে ছিটকে পড়ে প্রবীর আর অঞ্জলি। আভিজাত্যের সঙ্গে দারিদ্রোর সংঘাতে দু'জনের মাঝখানে নেমে আসে বিচ্ছেদ, ভুল বোঝা আর অভিমানের প্রাচীর।

কিন্তু যে প্রেম সর্বজয়ী—যে প্রেম বিষের সমুদ্র-মন্থন করে তুলে আনে অমৃত—যে প্রেম মানুষকে চিরকাল দিয়েছে সুমহান গৌরব—সে কি পারে না এই প্রাচীরকে ভেঙে দিতে? কাঞ্চন কৌলীণ্যের জাতিভেদ কি পৃথিবীতে এতই বড়—এমনি দুর্লংঘ্য?

গান

(১)

শ্যাম নামে কাঁদে শুক রাধা নামে সারী
যমুনা পুলিনে কাঁদে যত ব্রজনারী।
শুক বলে কৃষ্ণ মোর গোপীজন চিত চোর
শ্রীরাধার প্রেমের ভিক্ষারী
শ্যাম নামে কাঁদে শুক রাধা নামে সারী।
নয়নে মদির মায়া নবীন নীরদ ছায়া
মুরলী বাজায় গিরিধারী।
সারী বলে মিছে কথা
রাধার মনের ব্যাথা
সে নিঠুর বলে কিবা জানে।
বাঁশী শুনে উদাসিনী
কাঁদে রাই বিনোদিনী
জনম জনম অভিমানে
জনম জনম অভিমানে।
শুক বলে কৃষ্ণ মোর
শুনায় জনম ভোর
যে আমায় ডাকে আমি তারি।।

(২)

ছেলে—তোমার কাছে পেয়ে
শূন্য মনের আকাশখানি
তারায় গেছে ছেয়ে।
মেয়ে—তুমি যে রঙ্গীন লিপি পাঠিয়েছিলে
ঘুম ভাঙ্গানো রাতে,
সোনার কাঠির পরশ দিয়ে
নিঝুম আঁখি পাতে
ঘুম ভাঙ্গানো রাতে।
ছেলে—আপন করে পাওয়ার নেশায়
মুখের পানে চেয়ে,
তোমায় কাছে পেয়ে
শূন্য মনের আকাশখানি তারায় গেছে ছেয়ে

মেয়ে—তুমি যে গানের সুরে চাঁদের মায়া
আনলে তেপান্তরে,
বকুল ফুলের গন্ধে মেশা
রাতের কুহু স্বরে
আনলে তেপান্তরে।
ছেলে ও মেয়ে—তোমার আমার নীরব ভাষার
স্বপন তরী বেয়ে,
তোমায় কাছে পেয়ে
শূন্য মনের আকাশখানি
তারায় গেছে ছেয়ে।

(৩)

জাগে চৈতালী চম্পা মধুপবনে।
পারুল বনে
জাগালী চাঁদের মায়া নামে ধরাতে
লতায় পাতায় ফুলে রাখী পরাতে,
চন্দনে কুমকুমে জেগে থাকি আধো ঘুমে
মন বলে সে কোথায়
সঙ্গোপনে
বসন্ত দিশাহারা তেপান্তরে
নিদহারা কোকিলের করুন স্বরে
সে কোথায় কতদূরে
ফাগুনের সুরে সুরে।
ধরা দিয়ে সরে যায় আজো স্বপনে
জাগে চৈতালী চম্পা মধুপবনে,
পারুল বনে জাগে — ।।

(৪)

পাতালে প্রলয় রাতের দেউল চূড়ায়
ডঙ্কা যে যায় শোনা।
এবার সফল হবে কল্পলতায়
স্বপনে জাল বোনা,
ডঙ্কা যে যায় শোনা—।
কত যে মাথার ঘামে ভিজল মাটি
বুকের খুনে লাল,
আমাদের দুঃখ দেখে পাষান হ'লো
স্বয়ং মহাকাল।
তার হিসাব নিকাশ কে দেবে রে
আঁধারে দিন গোনা,
ডঙ্কা যে যায় শোনা।
কত যে প্রাণ দিয়েছি, কত যে মান দিয়েছি।
কত যে মায়ের বোনের ছেলের মেয়ের
কলজে ছেঁড়া গান দিয়েছি
সে গানের আগুন লেগে নাগ বাসুকী
নাচায় কাল ফনা
ডঙ্কা যে যায় শোনা।

আজ প্রোডাকসনের
নিবেদন

সুমিত্রাদেবী·দীপ্তি রায়
অপর্ণা দেবী·অনুশীলা
রেণুকা·জ্ঞানদা কাকতি·ছবি·নীতীশ
দীপক·অজিত বন্দ্যোঃ জীবেন·বাবুয়া·অনুপ
অজিত·জহর·বুলু·অনিল·বুলবুল ও প্রকাশরায় অভিনীত

গড়ের মাঠ

কাহিনী ও সংলাপঃ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
পরিচালনা ও চিত্রশিল্পীঃ সুহৃদ ঘোষ
সঙ্গীতঃ রাজেন সরকার

পরিবেশকঃ
আজ পিকচার্স লিঃ

আজ পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে প্রচারসচিব অনিল চ্যাটার্জী কর্তৃক সম্পাদিত এবং জুবিলী প্রেস হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ৵০ আনা।